

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা



প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ হলো এমন কোন পদার্থ বা উপাদান যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় এবং মানুষ সহ সবাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করে। যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।



প্রাকৃতিক সম্পদ



প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ

প্রাকৃতিক সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১ নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ

২ অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

১ নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ: নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ হলো সেগুলো সময়ের সাথে সাথে পুনরায় পাওয়া যায়। যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, সূর্যের আলো ইত্যাদি।

২ অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ: অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সীমিত এবং তা একবার ব্যবহার হয়ে গেলে আবার তৈরি করা যায় না। যেমন: কয়লা, খনিজ, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এগুলোকে আবার জীবাশ্ম জ্বালানিও বলে।

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ



নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ



অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ

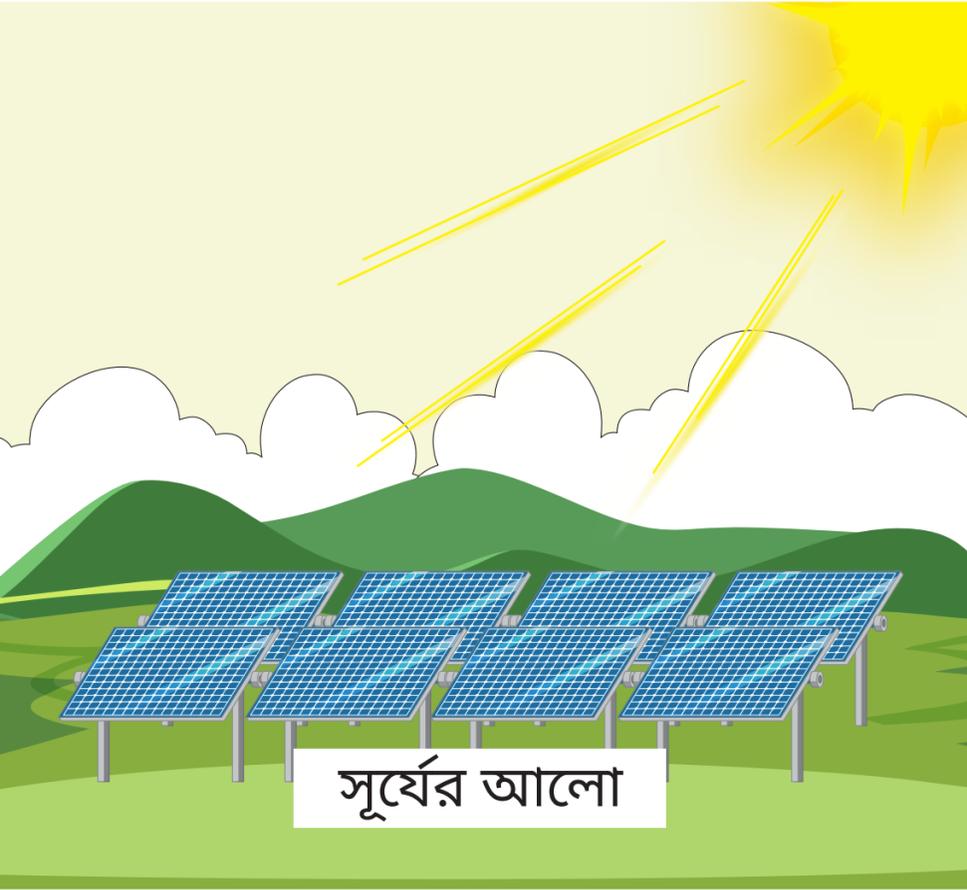


প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের নানান রকম ব্যবহার করে। যেমন:

- ১ **জীবাশ্ম জ্বালানি-** কয়লা, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি শক্তি উৎপাদন, পরিবহন এবং শিল্প প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়;
- ২ **পানি-** পানীয়, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়;
- ৩ **ধাতু-** যেমন: লোহা, তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন নির্মাণ, উৎপাদন এবং পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়;
- ৪ **সূর্যের আলো-** বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি উৎপাদন সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়;
- ৫ **খনিজ পদার্থ-** যেমন: লবণ, জিপসাম এবং ফসফেট ইত্যাদি নির্মাণ, কৃষি এবং উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়;
- ৬ **মাটি-** কৃষিকাজ, চারণ, বনায়ন এবং নগর উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার



পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে পানি, তেল, গ্যাস এবং কাঁচামাল সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে তুলা, পলিয়েস্টার এবং অন্যান্য কাপড়ের মতো কাঁচামালও পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।

পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার



গ্যাস



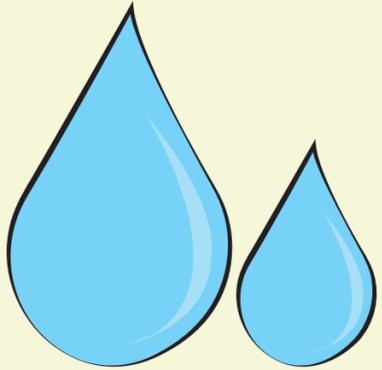
বিদ্যুৎ



তুলা



পলিয়েস্টার



পানি



তেল



পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়

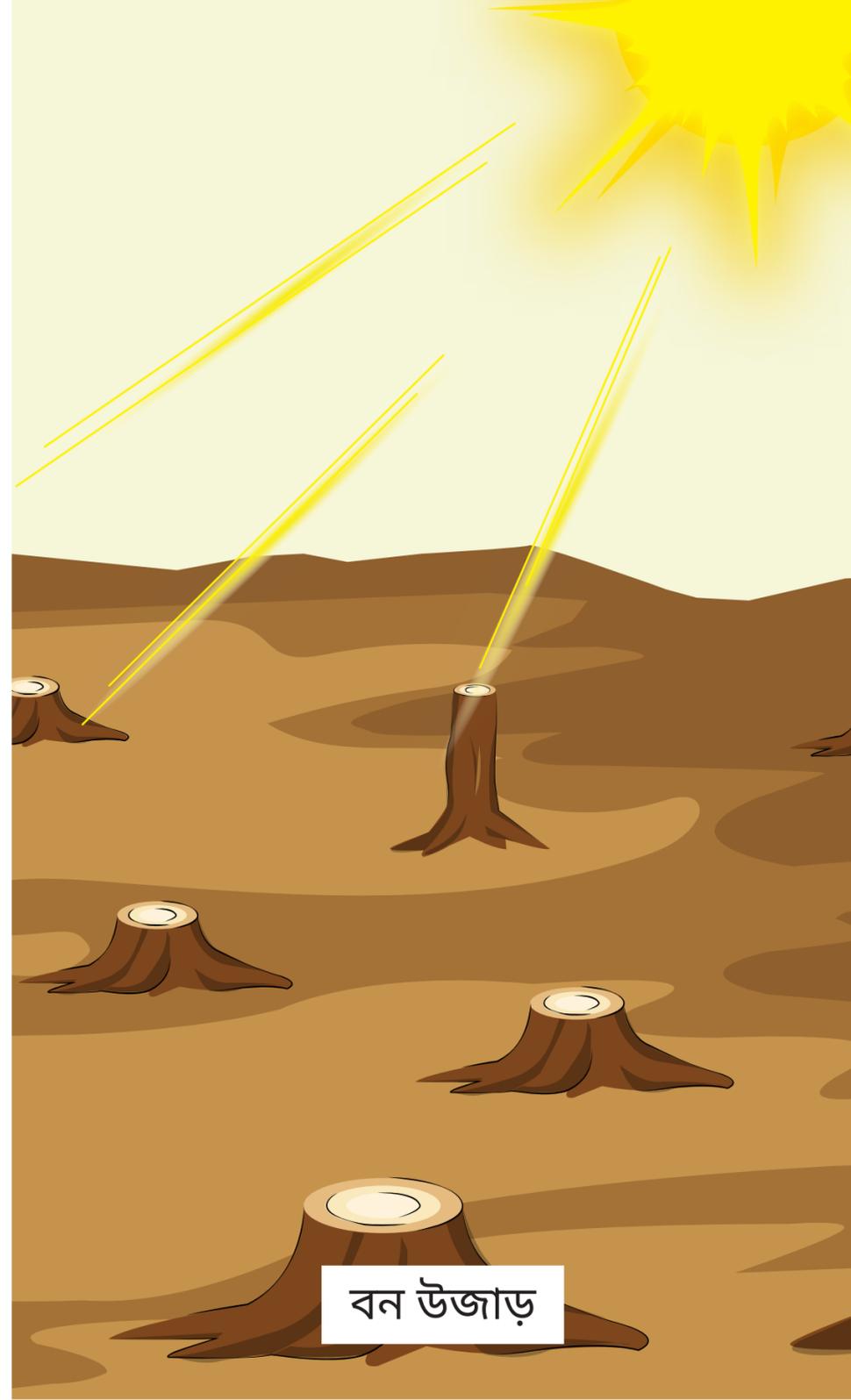
পোশাকশিল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়ও হতে দেখা যায়। যেমন:

- ১ অত্যধিক পানির ব্যবহার, তেল, গ্যাসের ব্যবহার, অতিরিক্ত রঙের ব্যবহার এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার;
- ২ অনুপযোগী উৎস থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ, বন উজাড় ইত্যাদি, যা মাটির ক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করে;
- ৩ ফেব্রিক্স উৎপাদনে ব্যবহার করা রং এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়ার ক্ষতিকারক রাসায়নিক বর্জ্য মিশ্রিত পানি নির্গত হয়ে জলাশয়কে দূষিত করে।

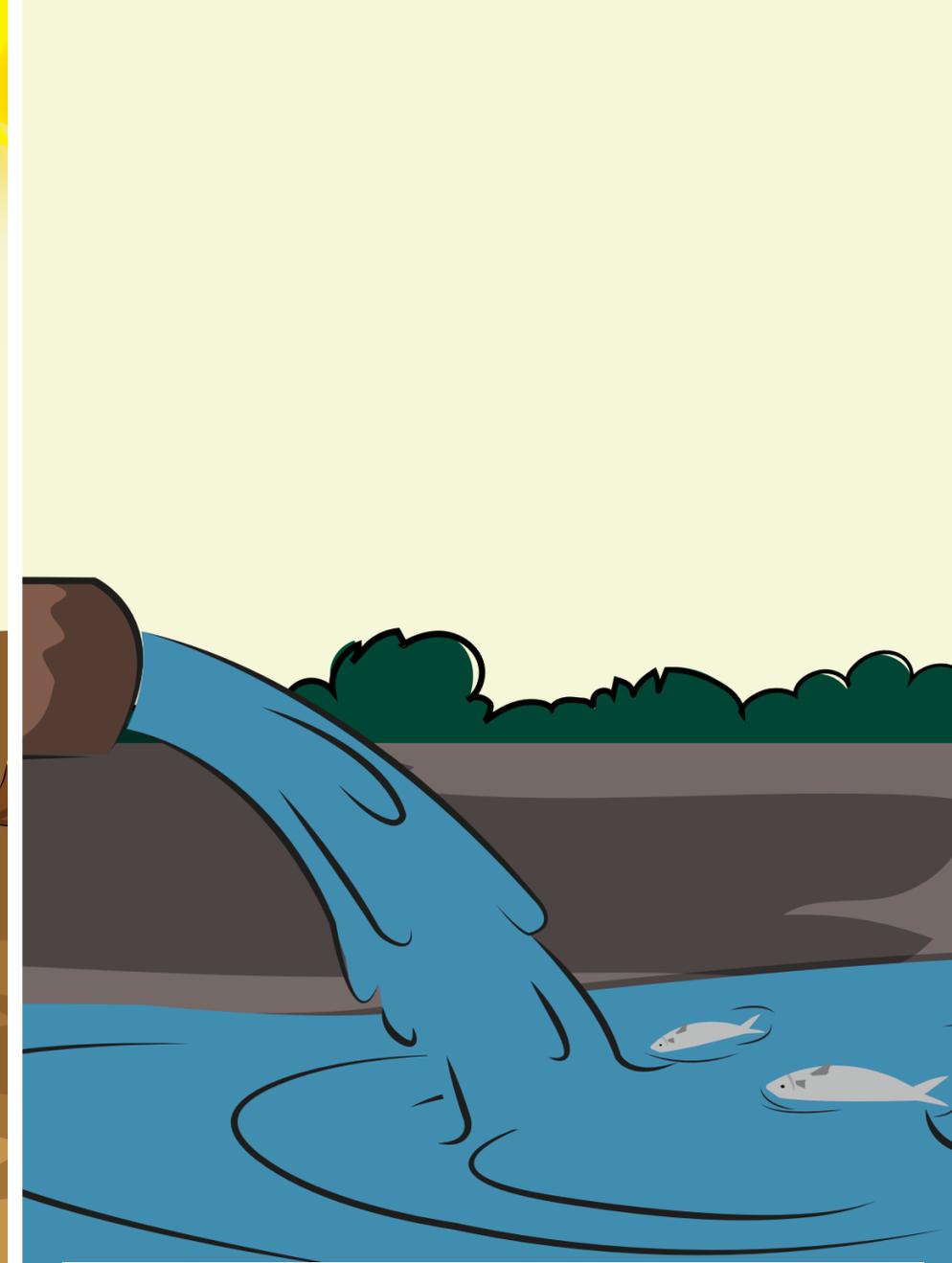
পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়



অত্যধিক পানির ব্যবহার, তেল, গ্যাসের ব্যবহার এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার



বন উজাড়



ফিনিশিং প্রক্রিয়ার ক্ষতিকারক রাসায়নিক বর্জ্য মিশ্রিত পানি নির্গত হয়ে জলাশয়কে দূষিত করে



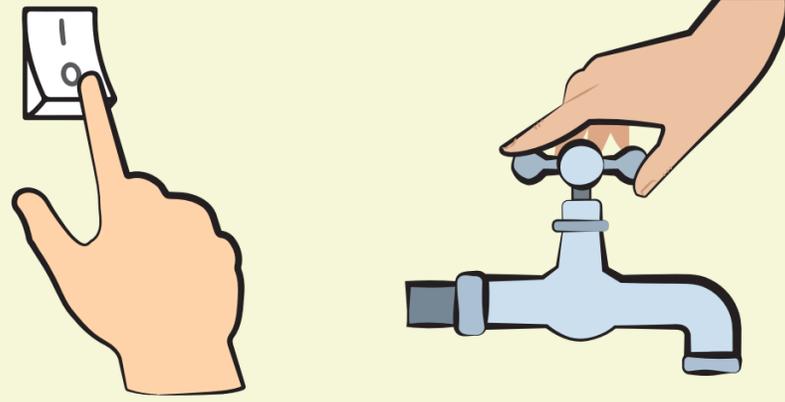
পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী ব্যবহার

- ১ উপযোগী উৎস থেকে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ করা;
- ২ তেল, গ্যাস এবং পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ৩ গুণগতমান ঠিক রেখে প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া চালু করা;
- ৪ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সচেতন থাকা;
- ৫ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ কমানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো;
- ৬ ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমানো;
- ৭ পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

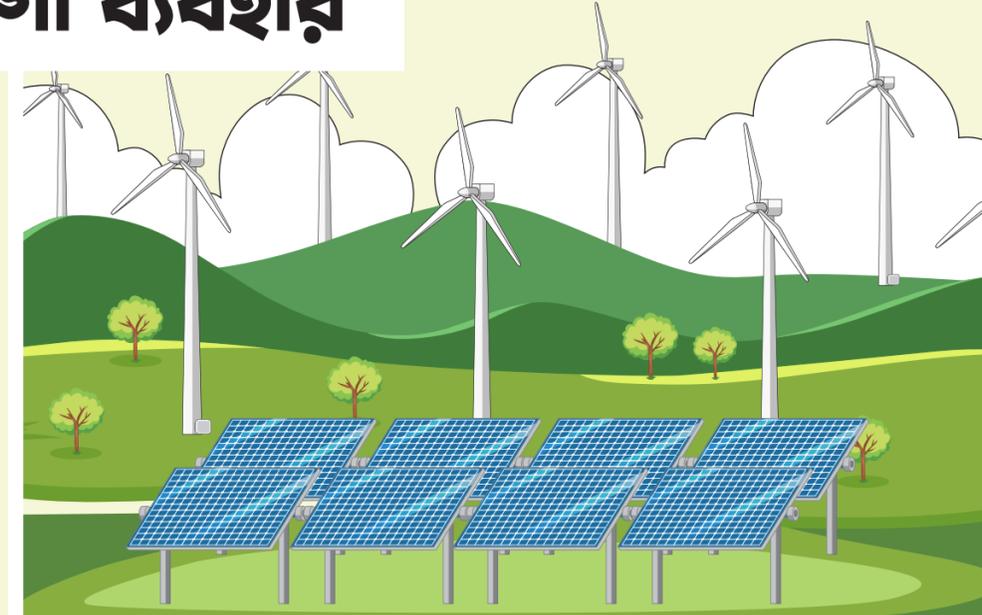
পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী ব্যবহার



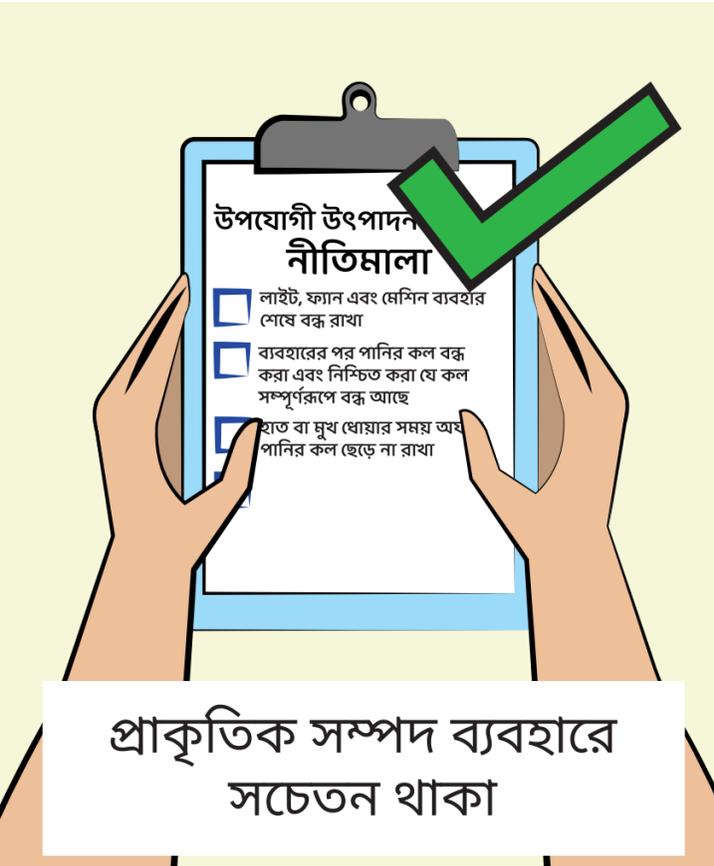
উপযোগী উৎস থেকে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ করা



তেল, গ্যাস এবং পানির পরিমিত ব্যবহার



প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্ব্যবহার



প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সচেতন থাকা



উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ কমানো



ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমানো



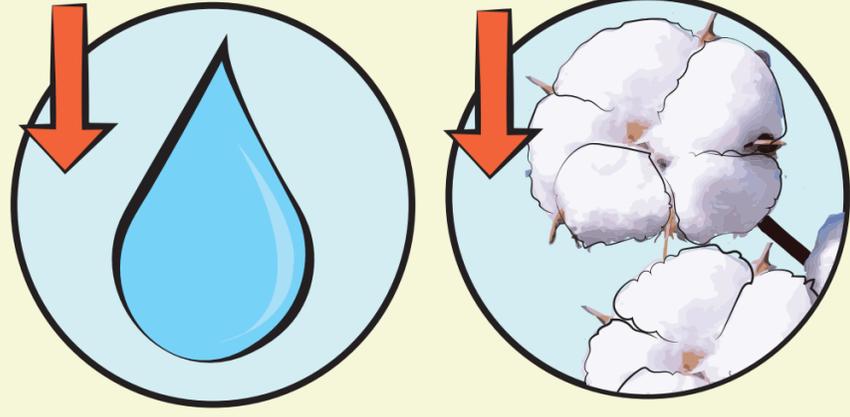
পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা



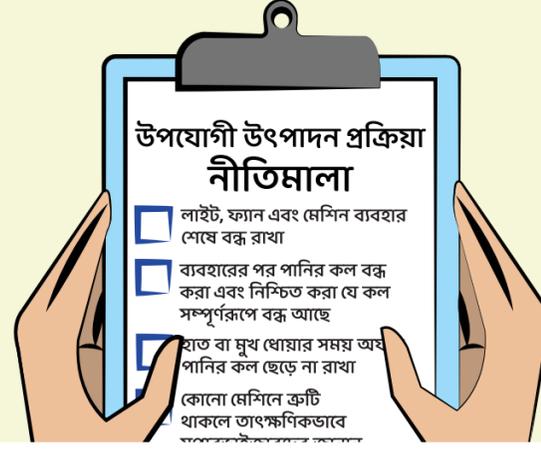
পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- ১ কাঁচামালের অপচয় কমানো;
- ২ উপযোগী উৎপাদন অনুশীলন, প্রচলন এবং তা বাস্তবায়ন;
- ৩ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
- ৪ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা;
- ৫ সাপ্লাই চেইন এর স্বচ্ছতা সমর্থন এবং নিশ্চিত করা।

পোশাকশিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য



কাঁচামালের অপচয় কমানো



উপযোগী উৎপাদন অনুশীলন,
প্রচলন এবং তা বাস্তবায়ন



সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা



প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা



সাপ্লাই চেইন এর স্বচ্ছতা সমর্থন এবং নিশ্চিত করা



প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ এখন নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। এই পরিবেশগত সমস্যার বিভিন্ন ধরন এবং কারণ থাকলেও এর বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের প্রকৃতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উপর। আর সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রাথমিক এবং প্রধানতম শিকার হয় মানুষসহ বিশ্বের সকল প্রাণীকুল।

যদিও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে আমরা একেবারে বন্ধ করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের কিছু কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করে পরিবেশগত বিপর্যয় কমিয়ে আনতে পারি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ পোশাকশিল্পের উপর নির্ভরশীল। আর এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ৪০ লক্ষের অধিক মানুষ সংযুক্ত রয়েছে। পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাবগুলো অন্যদের সাথে এই শিল্পে যুক্ত মানুষদের জীবন ও জীবিকাকেও প্রভাবিত করে। জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ প্রকল্পের আওতায় কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সহ সব পর্যায়ের কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য শিখন উপকরণ হিসেবে চারটি (৪টি) ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ কর্মসূচির আওতাভুক্ত সকল অংশগ্রহণকারীদের সাথে ধারাবাহিকভাবে ফ্লিপচার্টের শিখন বার্তাগুলো উপস্থাপন করা হবে। ফ্লিপচার্টগুলো হলো:-

ফ্লিপচার্ট-১: জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

ফ্লিপচার্ট-২: প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ফ্লিপচার্ট-৩: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ফ্লিপচার্ট-৪: জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পারসনদের করণীয়

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পারসনগণ নিম্নে লিখিত ব্যবহার বিধিগুলো ভালোভাবে দেখে নিবেন। রিসোর্স পারসনগণ এই বিধিগুলো অনুসরণ করলে অধিবেশন পরিচালনা সহজ হবে। ব্যবহার বিধিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার আগে অংশগ্রহণকারীদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে এবং এই চার্ট দেখানোর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে;
২. ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে প্রশিক্ষককে অবশ্যই তা ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের সামনে দেখে দেখে পড়লে তা ভালো দেখাবে না;
৩. ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সব অংশগ্রহণকারী তা দেখতে পান;
৪. উপস্থাপনার সময় ফ্লিপচার্টের কোনো অংশ যাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে;
৫. সাধারণত ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিতে হবে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
 - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
 - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
 - আমাদের চারপাশে কি এরকম দেখতে পাই?
 - এসব ক্ষেত্রে আমরা কী করি?
 - এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?
৬. প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীদের একে একে আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দিবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন প্রশিক্ষক কৌশলে তাদেরকে আলোচনায় যুক্ত করবেন;
৭. ফ্লিপচার্টের এক পিঠের ছবির উপর আলোচনা শেষ না হলে অন্য পিঠে যাওয়া উচিত নয়;
৮. ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনভাবেই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় মনোযোগ রাখা কঠিন হবে;
৯. ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য প্রশিক্ষক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন;
১০. সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।



**Ethical
Trading
Initiative**

সংকলন ও সম্পাদনা:

আহমেদ আবু সুফিয়ান
নাফিজ মাহমুদ অয়ন

প্রকাশনা:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

 www.etibd.org



আরও তথ্য পেতে স্ক্যান করুন

